৭৭

দৈনিক খবর

তারিখ 02 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

গুলী ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ

ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় ১৬ রাউন্ড ও বিকেলে ১৭ রাউন্ড ফাঁকা গুলী বর্ষিত হয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একই সময় কিছু যুবক কয়েকটি গাড়ী ভাংচুর করে এবং একটি মিনিবাসে অগ্নিসংযোগ করলে তা ভস্মীভূত হয়। এ সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদের এক ঘন্টাব্যাপী ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া হয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ-অ) গতকাল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের অপচেষ্টার প্রতিবদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও ও স্মারকলিপি পেশ করতে গেলে

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

ক্যাম্পাসে ছাত্র পুলিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে কামরুজ্জামান আনসারী আহত হলে তার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিক্ষুব্ধ ছাত্র গাড়ী ভাংচুর করে ও তাতে অগ্নিসংযোগ করে।

গতকাল দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হতে ছাত্রলীগ (আ-অ) মিছিলটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে স্মারকলিপি পেশ করতে যাওয়ার সময় পুলিশ তাদেরকে জাতীয় ঈদগাহের সামনে বাধাদান করে। এক পর্যায়ে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে কামরুজ্জামান আনসারীসহ ছাত্রলীগের আরো কয়েকজন কর্মী আহত হয়। পরে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এ ঘটনার খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, গাড়ী ভাংচুর করে। এ সময় একটি মিনিবাসে (ঢাকা চ-৩০৩২) অগ্নিসংযোগ করলে গাড়ীটি ভস্মীভূত হয়। পরে পুলিশের সহায়তায় দমকল বাহিনী গাড়ীটির আগুন নিভায়। ভাংচুর চলাকালীন সময় পুলিশ আট রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। এ সময় এক দল সশস্ত্র ছাত্র প্রায় ১৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। গুলীবর্ষণের ঘটনার পর পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ১ ঘন্টাব্যাপী কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়।

বিকেলে ছাত্রলীগ (আ-অ) পুলিশী হামলার প্রতিবাদে টিএসসি এলাকায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলের পরে টিএসসি এলাকায় ১৭/১৮ রাউন্ড গুলীর শব্দ শোনা যায়। তবে কেউ হতাহত হয়নি। গুলীর শব্দে টিএসসি এলাকায় অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়।

অপরদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও ও স্মারকলিপি পেশ করতে যাবার পূর্বে ছাত্রলীগ (আ-অ) অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন অসীম কুমার উকিল, আহমেদ হোসেন, এস এম কামাল হোসেন, গোলাম মোস্তফা সুজন, কামরুজ্জামান আনসারী প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার প্রাণনাশের অপচেষ্টার সাথে জড়িত থাকার কারণে কেনিয়ার রাষ্ট্রদূত আত্মস্বীকৃত খুনী মেজর (অবঃ) ডালিমের চাকরিচ্যুতি ও তার বিচার দাবী করেন।

সমাবেশে অসীম কুমার উকিল ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার দাবী করে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী আবার নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। তিনি অবিলম্বে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের অপচেষ্টার সাথে জড়িত ডালিম চক্রকে গ্রেফতারের দাবী জানান। তিনি হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি পরিহার করে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ আইন বাতিল পাসের মাধ্যমে দেশে হোক বিদেশে হোক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সকল দোষীদের শাস্তিরও দাবী করেন। গতকাল সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় গুলীবর্ষণের সময় হেলাল উদ্দিন (১৮) নামে একজন ছাত্র আহত হয়। হেলাল উদ্দিন এ সময় টিএসসি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তার ডান হাতে গুলী লাগে। পরে [illegible]ক মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।